দামুড়হুদায় নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সর্বস্তরের মানুষের মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদায় চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মিজ্ লুৎফুন নাহারের সঙ্গে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বেলা ১২টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মিজ্ লুৎফুন নাহার বলেন, “দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে প্রশাসন সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবে। জনগণের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আপনারা যে সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন, সেগুলো পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, “জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।” তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ এবং জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। সন্ধ্যার পর অপ্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের বাইরে না থাকার পরামর্শ দেন এবং ১৮ বছরের নিচে কারো কাছে সিগারেট বা তামাকজাত পণ্য বিক্রি না করতে স্থানীয় দোকানদারদের নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি, স্কুল চলাকালীন সময়ে স্কুল ড্রেস পরিহিত শিক্ষার্থীদের স্কুলের বাইরে অবস্থান করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাগর দে, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল শামীম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি একরামুল হক পিপুলসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম প্রজেক্টরের মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলার সার্বিক তথ্য উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদারের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।

সভা শেষে উপস্থিত সকলের সহযোগিতা কামনা করে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্থানীয়দের মতে, প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে এ ধরনের মতবিনিময় সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় জমি বিরোধে চাচাকে কুপিয়ে জখম, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাঝেরপাড়ায় জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে চাচাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে ভাইপোর বিরুদ্ধে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় আহত জগন্নাথ বসু (৫৭), মৃত দূর্গাচরণ বসুর ছেলে, বাদী

হয়ে তার ভাই ও দুই ভাইপোসহ ৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং আরও ৩/৪ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করেছেন।

লিখিত এজাহার সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের বিশ্বনাথ বসু ও জগন্নাথ বসুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার সকালে জগন্নাথ বসু তার বসতবাড়ির পেছনের জমিতে ইটের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। এ সময় আসামিরা ধারালো দা, লোহার শাবল ও বাঁশের লাঠি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে হামলা চালায়।

অভিযোগে বলা হয়, বিশ্বনাথ বসুর নির্দেশে তার ছেলে তীর্থ বসু ধারালো দা দিয়ে জগন্নাথ বসুর মাথায় কোপ দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। এ সময় অন্য আসামিরাও তাকে এলোপাতাড়ি মারধর করে।

স্বামীকে রক্ষা করতে গেলে জগন্নাথ বসুর স্ত্রী স্মৃতি বসুকেও মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া হামলার সময় আসামিরা নগদ ৩৮ হাজার টাকা ও এক ভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

আহত জগন্নাথ বসুকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় লিখিত এজাহার পাওয়া গেছে। মামলা রেকর্ডের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্বপ্ন সুপারশপে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি

বিক্রির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করেছে।

সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার সাকিল মাহমুদ শফিউল্লাহ ও পুলিশের একটি টিম সুপারশপে বিভিন্ন পণ্য পরীক্ষা করে দেখেন মেয়াদোত্তীর্ণ কোনো পণ্য রয়েছে কি না। অভিযানে দোকানের ম্যানেজারকে সতর্ক করা হয়।

ভুক্তভোগী রাজা আহম্মেদ, পেশায় মোবাইল ব্যবসায়ী, জানান গত শনিবার রাত ৮টার দিকে তিনি আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বপ্ন সুপারশপ থেকে বোতলজাত পানি ক্রয় করেন। পরে বোতলের গায়ে থাকা লেবেল পরীক্ষা করে দেখেন, পানিটির মেয়াদ প্রায় এক মাস আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এতে সন্দেহ হলে তিনি পুনরায় দোকানে গিয়ে আরও কয়েকটি বোতল যাচাই করেন। তার দাবি, সেগুলোর মধ্যেও এক থেকে দুই মাস আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে এ ধরনের অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তারা দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

অভিযোগের বিষয়ে স্বপ্ন সুপারশপের অপারেশন ম্যানেজার মাহবুব রহমান বলেন, “সম্ভবত ভুলবশত কিছু মেয়াদোত্তীর্ণ পানি বিক্রির জন্য শপে রয়ে গেছে। আগে একজন কর্মী এসব পণ্যের দেখভাল করতেন, তিনি সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি আমরা অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছি।”

এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার দায়ে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাকিল মোহাম্মদ শফিউল্লাহ’র নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার অভিযোগে আলমডাঙ্গা শহরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় আনন্দধাম সড়কে অবস্থিত আব্দার বিশ্বাসের আড়তে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০’ অনুযায়ী ওই ব্যবসায়ীকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানকালে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পাট পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান, উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসানসহ পুলিশের একটি টিম।

এ সময় শহরের আরও কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং পাটের বস্তা ব্যবহার না করলে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সতর্ক করা হয়।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে জ্বালানি তেলের দীর্ঘ লাইন: তদারকিতেও ভোগান্তি চরমে

আলমডাঙ্গা উপজেলায় জ্বালানি তেলের সংকট ঘিরে ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করেছে। উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ পশুহাট এলাকায়

অবস্থিত এনামুল হক ফিলিং স্টেশনে আজ ভোর থেকেই তেল নিতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভোর ৫টার আগেই মোটরসাইকেল, ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন যানবাহনের সারি কয়েকশ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সূর্য ওঠার আগেই শুরু হওয়া এই অপেক্ষা অনেকের জন্য কয়েক ঘণ্টায় গড়িয়েছে। তেল পাওয়ার অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন লাইনে দাঁড়ানো ব্যক্তিরা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় প্রশাসন পাম্প এলাকায় সরাসরি তদারকি করছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে তেল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশৃঙ্খলা এড়াতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ফুয়েল কার্ড বা বৈধ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে তেল দেওয়া হচ্ছে না।

এ ছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দুটি পৃথক লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাকরিজীবী ও জরুরি সেবায় নিয়োজিতদের জন্য রাখা হয়েছে আলাদা লাইন, যাতে তারা দ্রুত তেল নিয়ে কাজে ফিরতে পারেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ, কৃষিজীবী ও পরিবহন চালকদের জন্য রাখা হয়েছে পৃথক দীর্ঘ লাইন।

তবে তেল সরবরাহ সীমিত হওয়ায় গ্রাহকভেদে তেলের পরিমাণে ভিন্নতা দেখা গেছে। কেউ ৫০০ টাকার, কেউ ৮০০ বা ১ হাজার টাকার তেল পাচ্ছেন। বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু গ্রাহককে বেশি তেল দেওয়ার ঘটনাও দেখা গেছে। এ নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্যাগ অফিসার বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ফুয়েল কার্ড যাচাই করে তেল দেওয়া হচ্ছে। সীমিত মজুতের মধ্যে সবার মধ্যে সমন্বয় রেখে তেল বণ্টনের চেষ্টা চলছে, যাতে কেউ একেবারে বঞ্চিত না হন।

বর্তমানে প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে পাম্পটির তেল বিক্রি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমেনি। স্থানীয়দের আশা, দ্রুত সরবরাহ স্বাভাবিক হলে এ সংকট কাটবে।

আলমডাঙ্গায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি বিক্রির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্বপ্ন সুপারশপে মেয়াদোত্তীর্ণ বোতলজাত পানি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ভুক্তভোগী রাজা আহম্মেদ, পেশায় মোবাইল ব্যবসায়ী, জানান গত শনিবার রাত ৮টার দিকে তিনি আলমডাঙ্গা পৌরশহরের স্বপ্ন সুপারশপ থেকে বোতলজাত পানি কেনেন। পরে বোতলের গায়ে থাকা লেবেল পরীক্ষা করে দেখেন, পানিটির মেয়াদ প্রায় এক মাস আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এতে সন্দেহ হলে তিনি পুনরায় দোকানে গিয়ে আরও কয়েকটি বোতল যাচাই করেন। তার দাবি, সেগুলোর মধ্যেও এক থেকে দুই মাস আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যে এমন অনিয়ম জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তারা দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

অভিযোগের বিষয়ে সুপারশপটির অপারেশন ম্যানেজার মাহবুব রহমান বলেন, “সম্ভবত ভুলবশত মেয়াদোত্তীর্ণ কিছু পানি বিক্রির জন্য শপে রয়ে গেছে। আগে একজন কর্মী এসব পণ্যের দেখভাল করতেন, তিনি সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা অভ্যন্তরীণভাবে তদন্ত করছি।”

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার বলেন, “মেয়াদোত্তীর্ণ পানি বিক্রির বিষয়টি এখনো আমার নজরে আসেনি। তবে ভুক্তভোগী লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক ওয়েল্ডিং মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকেলে উপজেলার চান্দামারী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবপুর গ্রামের হাবিল আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেল ৫টার দিকে চান্দামারী গ্রামের একটি দুইতলা ভবনের ছাদে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় ব্যবহৃত লোহার রড পাশ দিয়ে যাওয়া উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে স্পর্শ করলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর দগ্ধ হন।

পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মোস্তাফিজুর রহমান পেশায় একজন শ্রমিক ছিলেন এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে জানা গেছে। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বনি ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হবে এবং এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছে।

দামুড়হুদায় পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় পরিবারে হামলা, থানায় অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে এক পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে শিপলু আলীর কাছ থেকে প্রায় দুই মাস আগে পারিবারিক সমস্যার কথা বলে ২৩ হাজার টাকা ধার নেয় প্রতিবেশী শিহাব (২২)। পরে শিপলু আলী টাকা ফেরত চাইলে শিহাব নানা টালবাহানা করতে থাকে।

শিপলু আলী জানান, পাওনা টাকার জেরে গত ৩ এপ্রিল রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে অভিযুক্ত শিহাব, মৃত আজিবার মণ্ডলের ছেলে আকরাম
(৫৫) ও কামাল (৫০) এবং জিগার মণ্ডলের ছেলে জিয়া (৪০) পূর্বপরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে আসে। জিয়া তাকে ডাকলে তিনি বাইরে বের হলে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ধারালো দা দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে মাথায় কোপ দিতে চেষ্টা করে। তিনি হাত দিয়ে প্রতিহত করলে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দা পড়ে যায়।

এ সময় তার মা, বাবা ও স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। এতে তার মায়ের হাত ভেঙে যায়, পায়ে কোপ লাগে এবং স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয়। হামলাকারীরা পাওনা টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শিপলুর বাবা ইউনুস আলী জানান, তারা বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এ ঘটনায় শিপলু আলী বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “এ ঘটনায় একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দর্শনায় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ও ছাগল বিতরণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে দর্শনা পৌরসভা ও ইউনিয়নে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. ফজলুল রহমান। এ সময় তিনি রামনগর, কালিদাসপুর, ঘুঘুডাঙ্গা, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর, হাউলি ইউনিয়নের রুদ্রনগর এবং কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের প্রতাপপুর গ্রামে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং আলিহিম নামে এক উপকারভোগীকে বিনামূল্যে ২টি মা ছাগল বিতরণ করেন।

মা ছাগল পেয়ে আলিহিমের পরিবার আনন্দিত। তিনি জানান, ভবিষ্যতে ১০-১২টি ছাগল নিয়ে একটি খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে তার পরিবার স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারে।

মোট ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৪টি গ্রামের নির্বাচিত ১৮ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে ৩৬টি মা ছাগল বিতরণ করা হয়। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মনিরুজ্জামান মান্নান, সমন্বয়কারী মো. মকবুল হোসেন, সুপারভাইজার জিল্লুর রহমান, ফিল্ড অফিসার বিল্লাল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদায় বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা সোনালী ব্যাংকের নিচে মোসলেম মার্কেটে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাজার বণিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ। দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির আয়োজনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুস আলী, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান নয়ন, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সমিতির প্রচার সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

সভায় প্রধান অতিথি রফিকুল হাসান তনু ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাজারে দুটি টিউবওয়েল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও সভায় বাসস্ট্যান্ড বণিক সমিতির সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দামুড়হুদা ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে একটি কৃষি হাট বসানোর বিষয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক লাভলু, সদস্য ফারুক হোসেন, আমির হোসেন, বল্টু রহমান, আব্দুর রহমানসহ অন্যান্য সদস্য। প্রায় সাড়ে ৪০০ ব্যবসায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বাজারের উন্নয়ন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।